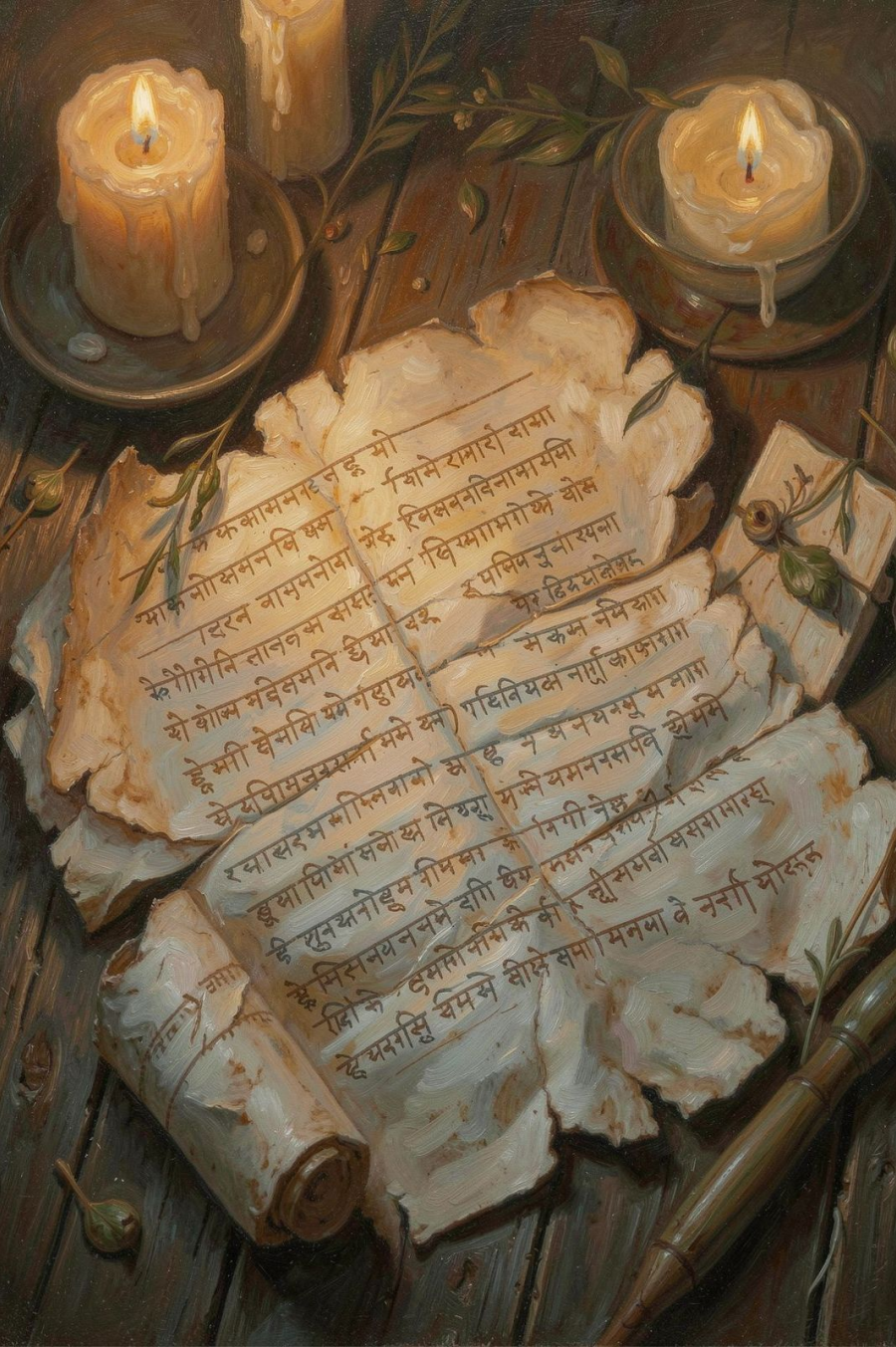




চর্যাপদ: বাংলা সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদিতম নিদর্শনের পরিচয়

চর্যাপদ কী?



বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন

চর্যাপদ হলো বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত **সাড়ে ছেচল্লিশটি গান**, যেখানে বৌদ্ধধর্মের গুঢ় সাধনপ্রণালী ও দর্শনতত্ত্ব নানা রূপকের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

এটি মূলত বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের **সাধনসংগীত** বা **গীতিকবিতার সংকলন** – আধ্যাত্মিক সাধনার এক অনন্য প্রকাশ।

- ❑ চর্যাপদকে বলা হয় বাংলা ভাষার "আদিকবিতা" – এটি থেকেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যাত্রা শুরু।



রচনাকাল ও রচয়িতা

রচনাকাল

আনুমানিক ৯৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ

পাল ও সেন রাজবংশের শাসনামলে
বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকরা এই পদগুলো
রচনা করেন।

রচয়িতা

২৩-২৪ জন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাধক পদ রচনা
করেছেন – এটি একজনের নয়,
বহুজনের সৃষ্টি।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

পাল রাজবংশ বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই পরিবেশেই সহজিয়া সাধনার
বিকাশ ঘটে।

আবিষ্কারের ইতিহাস

আবিষ্কারক

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ

শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে

নেপালের রাজদরবারের
গ্রন্থাগার থেকে চর্যাপদের
পুঁথিটি আবিষ্কার করেন।

প্রকাশনা

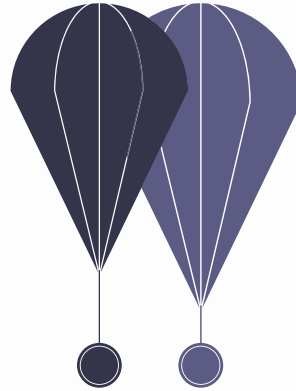
১৯১৬ সালে **বঙ্গীয় সাহিত্য
পরিষদ** থেকে প্রথমবার
প্রকাশিত হয়।



১৯০৭ — আবিষ্কার
নেপাল রাজদরবার গ্রন্থাগারে পুঁথি পাওয়া



১৯১৬ — প্রকাশনা
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রথম প্রকাশ



পুঁথির অবস্থা

46½

পদ পাওয়া গেছে

তালপাতার পুঁথিতে – কয়েকটি পাতা নষ্ট হওয়ায়
অসম্পূর্ণ

51

তিব্বতি অনুবাদে

তিব্বতি ভাষায় অনূদিত পদের সংখ্যা মূল পুঁথির
চেয়ে বেশি

১৯০৭

আবিষ্কারের বছর

নেপালের রাজদরবার গ্রন্থাগারে শতাব্দীর পর
শতাব্দী লুকিয়ে ছিল

পুঁথিটি **তালপাতায়** লেখা ছিল এবং কালের প্রবাহে জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায়। তিব্বতি অনুবাদের সাহায্যে হারানো পদগুলোর বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব হয়।

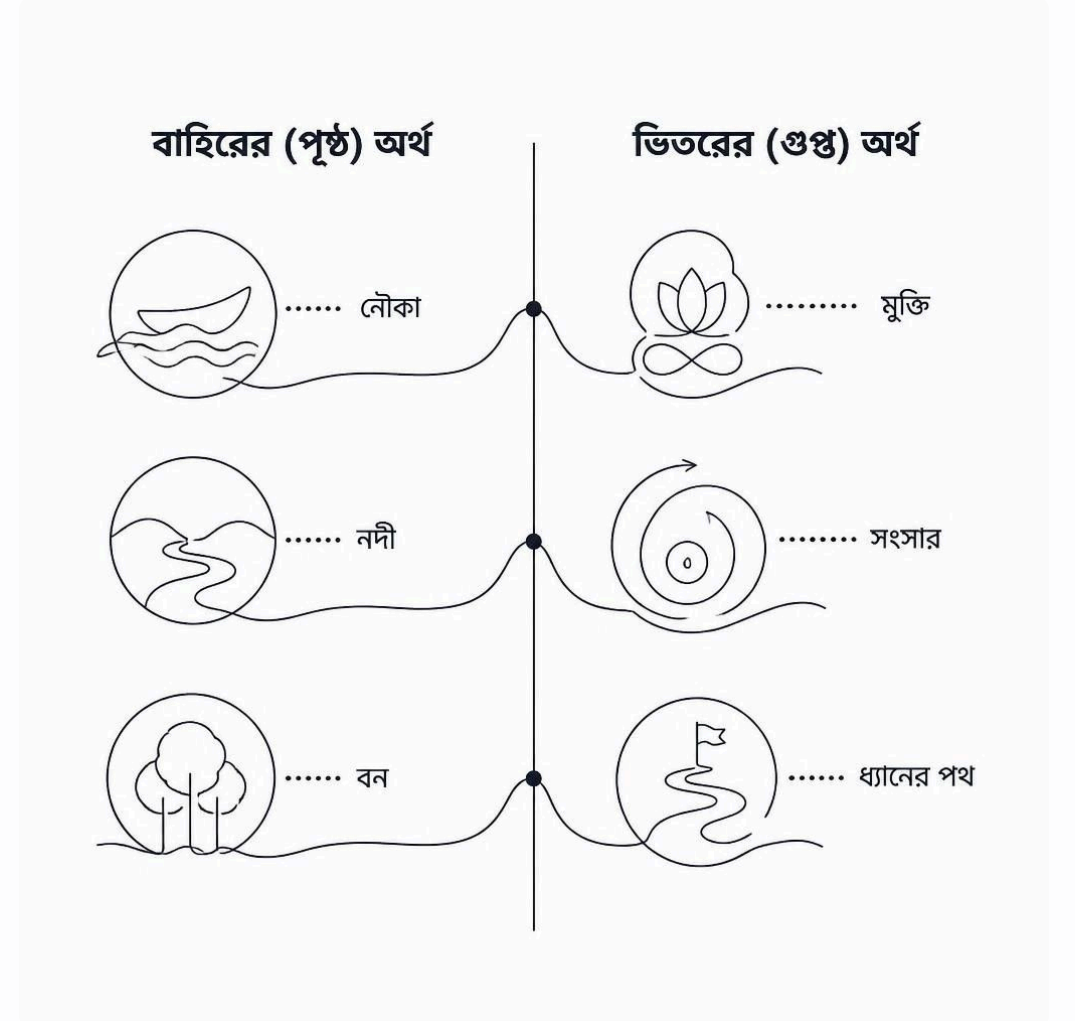
সন্ধ্যাভাষা: রহস্যময় ভাষা

সন্ধ্যাভাষা কী?

চর্যাপদের ভাষাকে বলা হয় "সন্ধ্যাভাষা" বা আলো-আঁধারির ভাষা। বাইরে এক অর্থ, ভেতরে লুকিয়ে থাকে গুঢ় সাধনামূলক অর্থ।

এই ভাষায় বৌদ্ধ **বজ্রযান ও সহজযান** মতবাদের দার্শনিক চিন্তাধারা প্রকাশ পায় – সাধারণ পাঠকের কাছে অর্থ লুকিয়ে রাখাই ছিল উদ্দেশ্য।

- ❗ উদাহরণ: "নৌকা" শব্দ আক্ষরিক অর্থে নৌকা, কিন্তু সাধনায় এটি মোক্ষের যান বোঝায়।



বিখ্যাত সিদ্ধাচার্যরা



লুইপা

চর্যাপদের **প্রথম পদের রচয়িতা**।
মৎস্যজীবী পরিবার থেকে আসা এই
সিদ্ধাচার্য সহজযানের অন্যতম
পথিকৃৎ।



কাহুপা

সর্বাধিক পদ রচনা করেছেন। তাঁর
পদে তান্ত্রিক সাধনার গভীর দার্শনিক
চিন্তা প্রকাশ পায়।



সরহপা ও শবরপা

বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনায় নিবেদিত এই
দুই সিদ্ধাচার্য প্রকৃতিকেন্দ্রিক রূপকে
সিদ্ধ ভাষা ব্যবহার করেছেন।



ডম্বিপা ও অন্যান্য

মোট ২৩-২৪ জন সিদ্ধাচার্য মিলে
এই অমর সংকলন রচনা করেছেন
— প্রতিটি পদে ভিন্ন কণ্ঠস্বর।



সাহিত্যিক ও সামাজিক মূল্য

ভাষার নিদর্শন

প্রাচীন বাংলা ভাষার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণিক নিদর্শন – ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে অমূল্য।

সমাজের প্রতিফলন

প্রাচীন বাঙালি সমাজের জীবনযাত্রা, পেশা ও সংস্কৃতির বাস্তব চিত্র পদগুলোতে ধরা আছে।

দার্শনিক জ্ঞান

বৌদ্ধ দর্শন ও সাধনতত্ত্বের গভীর জ্ঞানের উৎস – ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের গবেষকদের জন্য অপরিহার্য।

চর্যাপদের গুরুত্ব



ভাষা ইতিহাস

বাংলা ভাষার বিবর্তন বুঝতে অপরিহার্য

সাহিত্যিক ভিত্তি

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন

সাংস্কৃতিক পরিচয়

বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অনন্য প্রতীক

কেন চর্যাপদ পড়বেন?

- বাংলা ভাষার **বিকাশের ইতিহাস** বোঝার জন্য অপরিহার্য
- মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের **ভিত্তি** স্থাপন করেছে
- বাঙালি সংস্কৃতি ও পরিচয়ের এক **অনন্য প্রতীক**

❏ চর্যাপদ না পড়লে বাংলা সাহিত্যের গোড়ার কথা জানা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।